প্রত্যাবাসন সংক্রান্ত তথ্যের ঘাটতি

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

ভাষা: ফেরত যাওয়া ও প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা

বিস্তারিত দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়

বিশেষ সংখ্যা

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

বুধবার, ২১ আগস্ট ২০১৯

প্রত্যাবাসন

সূত্র: ১৫ই আগস্ট ২০১৯ থেকে বিভিন্ন সংস্থার তথ্যকেন্দ্র, শ্রোতা দল ও অন্যান্য কমিউনিটি এনগেজমেন্ট ও ফিডব্যাক চ্যানেল থেকে প্রাপ্ত জনগোষ্ঠীর মতামত ও প্রশ্নাবলী।

কিছু শরণার্থী দেশে ফিরে যেতে পারে, সাম্প্রতিক সময়ে মিয়ানমার সরকার এ নিশ্চয়তা প্রদান করার পরে অনেক রোহিঙ্গা জনগণই এ বিষয়ে উদ্বেগ ও প্রশ্ন ব্যক্ত করেছেন। জনগোষ্ঠীর থেকে প্রাপ্ত মতামত থেকে বোঝা যায় যে, এ বিষয়টি ঘিরে বহু গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়ছে এবং প্রত্যাবাসন সম্পর্কে তথ্যের ঘাটতি পূরণ করা প্রয়োজন।

গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের ঘাটতি

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের অনেকের কাছেই প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়াটি কেমন হবে তা স্পষ্ট নয় – যারা ফিরে যেতে পারবেন তাদের সেই ব্যাপারে কীভাবে জানানো হবে এবং কী প্রক্রিয়ায় তাদের কাছ থেকে পরামর্শ গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে তারা আরো বেশি ও বিস্তারিত তথ্য চেয়েছেন। কিছু মানুষ উল্লেখ করেছেন যে, তারা বিভিন্ন উৎস থেকে ভিন্ন ভিন্ন তথ্য পাওয়ার কারণে বিভ্রান্ত বোধ করছেন। বর্তমান প্রক্রিয়াটির বাইরেও, অনেকেই উল্লেখ করেছেন যে তারা, যে সকল সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে গৃহিত হয়েছে সে সম্বন্ধে আরো জানতে চান এবং তারা মনে করেন যে তথ্যের এই ঘাটতিগুলো পূরণ করা একান্তভাবে জরুরি। যে সকল বিষয় সম্পর্কে তারা আরো জানতে চান তার মধ্যে প্রধান হল যে সকল ব্যক্তিকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয়েছে তাদের তালিকা এবং সেই সাথে:

- এই মুহূর্তে কেন মাত্র ৩,৪৫০ জন ব্যক্তিকে ফিরে যাওয়ার জন্য নির্বাচন করা হয়েছে এবং তাদের কীভাবে নির্বাচন করা হয়েছে?
- কেন ২৪, ২৬ ও ২৭ নম্বর ক্যাম্পের মানুষদের ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে?
- তালিকাটি কেন প্রকাশ করা হয় নি / কেন প্রকাশ করা যাচ্ছে না?
- মিয়ানমারে যে মূল তালিকাটি পাঠানো হয়েছে, সেটি কী বাংলাদেশ সরকার পাঠিয়েছে নাকি ইউ.এন. এইচ.সি.আর পাঠিয়েছে? এবং এবারের তালিকাটি ২০১৮ সালে ব্যবহৃত তালিকা থেকে ভিন্ন কিনা।
- ২০১৮ সালের নভেম্বরে যে সকল পরিবারকে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছিল, সেই পরিবারগুলো বর্তমান তালিকায় রয়েছে কিনা।

মাঠ পর্যায়ে কর্মরত কিছু কর্মীদের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সাথে প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা না করার জন্য বলা হয়েছে, এ বিষয়টি তথ্যের ঘাটতি আরো বাড়িয়ে তুলছে। কিছু মানবিক সহায়তা কর্মীদের সূত্রে জানা গেছে যে বিভিন্ন সংস্থার ম্যানেজার, সেক্টর বা দাতাদের কাছ থেকে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে যে এই বিষয়ে সক্রিয়ভাবে কোনো তথ্য প্রদান করা যাবে না এবং এ বিষয়ক প্রশ্নগুলো সি.আই.সি বা ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর কাছে প্রেরণ করতে হবে। স্বচ্ছ ও সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকার পরেও, তথ্য প্রদানের এই অপ্রতুলতার কারণে তথ্যের ঘাটতি বৃদ্ধি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এবং এর ফলে গুজব ও বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়তে পারে।

রোহিঙ্গা জনগণ মিয়ানমারে নাগরিকত্ব ও সম্পত্তির অধিকারের ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা চায়

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কেউ কেউ বলেছেন যে, যতক্ষণ না পর্যন্ত মিয়ানমার সরকার তাদেরকে মিয়ানমারের নাগরিক হিসেবে জাতীয়তা প্রদানের আশ্বাস দিচ্ছেন এবং মিয়ানমারে তাদেরকে তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়া না হচ্ছে ততক্ষণ তারা সেখানে ফিরে যেতে চান না। তারা চান যে, প্রত্যাবাসনের যেকোনো প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগেই এই বিষয়গুলোর মীমাংসা করা হোক। এটি বিশেষভাবে তাদের জন্য প্রযোজ্য যারা মিয়ানমার থেকে চলে আসার আগে মোটামুটি সচ্ছল ছিলেন – যাদের জমি, ব্যবসা এবং অন্যান্য সম্পত্তি ছিল – যেহেতু মতামতে দেখা গেছে যে অধিকতর ধনী কিছু পরিবার রয়েছে যারা এই মুহূর্তেই ফিরে যেতে প্রস্তুত।

কিছু মানুষ শুনেছেন যে, প্রত্যাবাসনের পরে তাদের একটি এন.বি.সি কার্ড দেয়া হবে যা তাদেরকে 'বাংলাদেশী' হিসাবে চিহ্নিত করবে। তারা আশঙ্কা করছেন যে, যদি এটি সত্যি হয় তবে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ভবিষ্যতে যে কোনো সময় তাদের জোর করে বাংলাদেশে ফেরত পাঠাতে পারে। কিছু মানুষ আরো বলেছেন যে ফিরে যাওয়ার আগে তারা যে সমস্ত সম্পত্তি খুইয়েছেন তার ক্ষতিপূরণ চান।

ফিরে যাওয়ার পরে নিরাপত্তা নিয়ে মানুষ শঙ্কায় আছেন

রোহিঙ্গা সম্প্রদায় থেকে প্রাপ্ত বেশিরভাগ মতামতেই মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিরাপত্তা নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়েছে। তারা বলেছেন যে, যদি তাদের মিয়ানমারে ফেরত পাঠানো হয় তাহলে কারা তাদের নিরাপত্তার দায়িত্ব নেবেন তা তারা জানেন না; যদি প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদান না করা হয়, তাহলে তাদের শঙ্কা যে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী তাদেরকে নিপীড়ন করতে পারে। কিছু মতামতে জানানো হয়েছে, যে সকল রোহিঙ্গা জনগণ বর্তমানে মিয়ানমারে রয়েছেন তাদের নিরাপত্তা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য না পাওয়ার কারণে মিয়ানমারে ফিরে যাওয়ার ক্ষেত্রে রোহিঙ্গা জনগণের মধ্যে নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা রয়েছে।

কেউ কেউ আরো উল্লেখ করেছেন যে 'মগ'-রা (রাখাইনে বসবাসকারী বৌদ্ধ সম্প্রদায়) চান না যে রোহিঙ্গা জনগণ ফিরে যাক। কিছু মানুষ রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর প্রত্যাবর্তনের বিরোধী বৌদ্ধদের সাথে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর সংঘর্ষের ভিডিও ক্লিপ দেখেছেন। কেউ কেউ ভীতি প্রকাশ করেছেন যে, যেহেতু সেনাবাহিনী অতীতে বহু রোহিঙ্গা মানুষ হত্যা করেছে, সেহেতু এখন যদি স্বল্প সংখ্যক মানুষ ফিরে যায় তবে সেনাবাহিনীর পক্ষে এ ধরণের হত্যাকাণ্ডের পুনরাবৃত্তি করা সহজ হবে।

মানুষ নিশ্চিত নন যে মিয়ানমারে পৌঁছে তারা কোথায় থাকবেন

মিয়ানমারে প্রত্যাবাসিত মানুষেরা কোথায় থাকবেন তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন রয়েছে। কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের ভয় ক্যাম্পে তাদের সীমিত সুযোগসুবিধার মধ্যে থাকতে হবে। তারা আকিয়াবের একটি ক্যাম্প সম্পর্কে শুনেছেন যেখানে বলা হয়েছে যে ১১৭,০০০ জন রোহিঙ্গা ব্যক্তি অপর্যাপ্ত খাদ্য এবং অপ্রতুল স্বাস্থ্য ও ওয়াশ (পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা) ব্যবস্থার মধ্যে বসবাস করছেন। অনেকেই মনে করছেন যে তাদের যদি বাংলাদেশের ক্যাম্প বা মিয়ানমারের ক্যাম্পের মধ্যে কোনো একটা বেছে নিতে হয় তাহলে বাংলাদেশের ক্যাম্পই বেশি শ্রেয় কারণ তারা এখানে বেশি নিরাপদ বোধ করেন।

ফেরার সিদ্ধান্ত নিয়ে জটিলতা

কিছু মতামত থেকে মনে হয়েছে যে 'স্বেচ্ছায় ফেরত যাওয়া'-র ধারণাটি স্পষ্ট নয় এবং এটি আরো স্পষ্ট ও ভালোভাবে বুঝিয়ে বলা প্রয়োজন। এমনকি যেখানে এই কথাটি মানুষ বুঝতে পেরেছেন সেখানকার মতামত থেকে দেখা গেছে যে ফেরত যাওয়া নিয়ে ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কিছু প্রভাবশালী মানুষেরা প্রভাবিত করছেন যারা প্রত্যাবাসনের বিরোধী। সোশ্যাল মিডিয়ায় কিছু অডিও বার্তা প্রচার করা হচ্ছে যাতে শরণার্থীদের ফেরত যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে বলা হচ্ছে। এছাড়াও কিছু মানুষ জানিয়েছেন যে তাদের ফেরত যাওয়া বা না যাওয়ার সিদ্ধান্ত জনগোষ্ঠীর এক নির্দিষ্ট নেতার ওপর নির্ভর করছে যিনি ক্যাম্পের বাইরে থাকেন। মতামত থেকে এমন ইঙ্গিত পাওয়া গেছে যে কিছু রোহিঙ্গা সংগঠন জনগোষ্ঠীর সাথে সভা করে তাদের মিয়ানমারে ফেরত না যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছে।

অন্যান্য সমস্যা

সাম্প্রতিক মতামতে অন্যান্য যেসব বিষয় বা আশঙ্কাগুলো তুলে ধরা হয়েছে:

- কিছু মানুষ জেনেছেন যে শুধুমাত্র হিন্দুরা প্রত্যাবাসন করতে পারবেন।
- কিছু মতামতে ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসে যে প্রত্যাবাসনের চেষ্টা করা হয়েছিল তা উঠে এসেছে এবং যেহেতু সেই প্রচেষ্টায় কোনো মানুষ ফিরে যেতে পারেননি তাই আদৌ কোনো প্রত্যাবাসন ঘটবে কিনা তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে।
- কিছু মানুষ মনে করছেন যে তাদের জোর করে ফেরত পাঠানোর চেষ্টা করা হবে এবং পুলিশ ও সেনাবাহিনী সেই প্রচেষ্টায় জড়িত থাকবে। মানুষ লক্ষ্য করেছেন যে ক্যাম্পে সম্প্রতি পুলিশ ও নিরাপত্তা রক্ষীদের উপস্থিতি বেড়ে গেছে এবং সেই কারণে কিছু আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।
- কিছু মতামতে মানুষ জানতে চেয়েছেন যে মিয়ানমার সরকারের প্রতিনিধিরা আবার আসবেন কিনা এবং রোহিঙ্গা মানুষজন ও তাদের নেতাদের সাথে কথা বলবেন কিনা। কিছু মানুষ মনে করছেন যে প্রত্যাবাসনের আগে মিয়ানমার সরকার এটা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ভাষা: ফেরত যাওয়া ও প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনা

এতে সন্দেহ নেই যে প্রত্যাবাসন নিয়ে বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সরকারের সাম্প্রতিক ঘোষণার কারণে শরণার্থীদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা আরো বেড়ে গেছে। উপযুক্ত ভাষায় ও ফরম্যাটে স্পষ্ট ও সঠিক তথ্য পাওয়া তাদের জন্য প্রয়োজনীয়, যাতে তারা তাদের নিজেদের ও পরিবারের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। মাঠকর্মীরা যখন কমিউনিটির সাথে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করবেন তখন তাদের এমন শব্দ বা কথা ব্যবহার করতে হবে যা মানুষ সহজে বুঝতে পারেন। এতে সংবেদনশীল তথ্য নিয়ে অনিচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি দেখা দেয়ার সম্ভাবনা কমবে।

শুরুতেই প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রণ করুন

সম্প্রদায়ের সাথে যেকোনো আলোচনার শুরুতেই মাঠকর্মীদের আলোচনার উদ্দেশ্য স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে হবে। সেই সাথে এটা বুঝিয়ে বলাও সমানভাবে জরুরি যে সম্প্রদায়ের সদস্যরা যে তথ্য দেবেন তা নিয়ে কী করা হবে। যেমন- আলোচনাটির উদ্দেশ্য তথ্য প্রদান করা, নাকি আপনি স্থানান্তরের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে রেজিস্ট্রেশন করছেন। স্পষ্টভাবে সবকিছু বুঝিয়ে বলবেন এবং আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আগে প্রত্যাশা নিয়ন্ত্রণের দিকে মনোযোগ দেবেন।

প্রধান শব্দাবলী

যেহেতু রোহিঙ্গা ভাষায় প্রত্যাবাসন সম্পর্কিত অনেক ব্যবহারিক শব্দের অস্তিত্ব নেই তাই স্পষ্ট ভাষায় ধারণাটি বুঝিয়ে বলা জরুরি। যেমন - 'নিজের ইচ্ছায়' বোঝানোর জন্য *নিজোর ইসসা* বা *খুশি-খুশি* এবং 'ফেরত যাওয়া' বোঝানোর জন্য *ওয়াফিস*।

'প্রত্যাবাসন' বোঝানোর জন্য রোহিঙ্গা ভাষায় কোনো শব্দ নেই এবং কেবলমাত্র অল্প কিছু সংখ্যক রোহিঙ্গা ভাষাভাষীই বাংলা শব্দ প্রত্যাবাসনের অর্থ বোঝেন, যে শব্দটি চাটগাঁইয়া ভাষাভাষীরাও ব্যবহার করেন। জোরপূর্বক ফেরত পাঠানো বোঝানোর জন্য তারা *বলাজুরি বর্মাত ফাথাই দন* কথাটি ব্যবহার করেন। স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন বর্ণনা করতে, রোহিঙ্গা ভাষাভাষীরা *নিজর খুশি-খুশি বর্মাত ওয়াফিস লইজন* কথাটি ব্যবহার করেন।

ইংরেজি *'ভলান্টারি'* (স্বেচ্ছায়) শব্দটিকে প্রায়ই *'ভলান্টিয়ার'* শব্দটির সাথে গুলিয়ে ফেলা হয়। বাংলাদেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী ইংরেজি *'ভলান্টিয়ার'* (স্বেচ্ছাসেবক) শব্দটি তাদের ভাষায় গ্রহণ করেছেন যা দিয়ে রোহিঙ্গা ত্রাণ কর্মীদের বোঝানো হয় (তারা এটিকে বলন্টিয়ার উচ্চারণ করেন)। এই শব্দ দুটির মধ্যে মিল থাকার কারণে ফেরত যাওয়া নিয়ে আলোচনার সময় *'ভলান্টারি'* শব্দটি ব্যবহার করা হলে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিভ্রান্তি দেখা দিতে পারে। কেউ কেউ ভাবতে পারেন যে কেবল *'ভলান্টিয়ার'* বা স্বেচ্ছাসেবীরা মিয়ানমারে ফেরত যাচ্ছেন।

এই সংবেদনশীল বিষয়টি নিয়ে কমিউনিটির সাথে আলোচনার সময় আরো কিছু শব্দ বা কথা কাজে আসতে পারে। রোহিঙ্গা সম্প্রদায় সম্মান ও মর্যাদার *(ইজ্জত)* ধারণাকে অনেক বেশি মূল্য দিয়ে থাকেন। বহু চাটগাঁইয়া ভাষাভাষী এবং বেশিরভাগ রোহিঙ্গা ভাষাভাষী বাংলা শব্দ 'তথ্য' *(ইনফরমেশন)* শব্দটির অর্থ বুঝতে পারেন না। এর পরিবর্তে তারা *হবর* শব্দটি ব্যবহার করেন যা 'সংবাদ' বা 'খবর' বোঝাতেও ব্যবহার করা হয়। 'ভয়' *(ডর)* এবং সেই সাথে 'গুজব' *(উরাইন্না-হবর)* শব্দগুলোও জানা জরুরি। 'সম্মতি' *(রাজী)* এবং 'গোপনীয়তা' *(গুফনিয়া)* শব্দ দুটিও অনেক কাজে লাগতে পারে। এবং সবশেষে 'হ্যাঁ' *(অয়'জে)*, 'না' *(ন'জে)* এবং 'জানি না' *(ন জানি)*-র মতো সাধারণ শব্দগুলো জানা প্রত্যাবাসন নিয়ে যেকোনো আলোচনার জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

পরিবার নিয়ে আলোচনা

ফেরত যাওয়া বা স্থানান্তর নিয়ে যেকোনো আলোচনার সময় সহজেই এখানে এবং মিয়ানমারে থাকা পরিবারের কথা উঠতে পারে। পরিবারের কথা বলার সময় রোহিঙ্গা সম্প্রদায় বেশ কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ *ফরিবার* বলতে শুধুমাত্র স্বামী ও স্ত্রীকে বোঝায়, যেখানে *গরর গুশ'শিতিয়া* বলতে পুরো পরিবার বা আপনার বাড়িতে পরিবারের যে সমস্ত সদস্যরা বসবাস করেন তাদের সকলকে বোঝায় (নিউক্লিয়ার বা একক পরিবার)। বর্ধিত পরিবারকে (চাচি, চাচা এবং দাদা-দাদি সহ) *এগানা-গুশ'শি* বলা হয়। যে পরিবার এখনো মিয়ানমারে রয়ে গেছে তাদের উল্লেখ করার জন্য আপনি *ফেলাই-আইশ'শেদে গরর* মানুষ কথাটি ব্যবহার করতে পারেন যার অর্থ হল 'ফেলে আসা পরিবার'।

প্রত্যাবাসন নিয়ে আলোচনার সময় যে রোহিঙ্গা শব্দগুলো প্রয়োজন হতে পারে:

বাংলা শব্দ	রোহিঙ্গা ভাষায়
স্বেচ্ছায় প্রত্যাবাসন	*নিজোর ইসসায় বর্মাত ওয়াফেস জন*
জোরপূর্বক প্রত্যাবাসন	*বলাজুরি বর্মাত ফাথাই দন*
স্বেচ্ছায় / রাজি	*খুশি-খুশি*
জোরপূর্বক	*বলাজুরি*
ফেরত যাওয়া	*ওয়াফেস জন গই*
সম্মতি	*রাজি*
পরিচয়	*সিন্নো / ফোরিসই*
নাগরিকত্ব	*তাইরিনসা / দেশোইত্তা*
জাতিগোষ্ঠী	*জাত / কৌম*
মর্যাদা (সম্মান)	*ইজ্জত*
হ্যাঁ	*অয় জে*
না	*ন'জে*
জানি না	*ন জানি*

বাংলা শব্দ	রোহিঙ্গা ভাষায়
হয়তো	*ওইত ফারে*
বাড়ি	*নিজর ঘর-দুয়ার*
বাড়ি	*ঘর*
গ্রাম	*গাং*
আশ্রয়	*সারা / বাসার ঘর*
সম্পত্তি (ব্যক্তিগত জিনিসপত্র)	*মাল শমবোত্তি*
নিরাপদ	*হেফাজত / সয়ি-সালামত*
বিপজ্জনক	*হেফাজত সারা*
আইনজীবী	*উকিল*
ক্ষতিপূরণ	*গুনারি / হতি ফুরন*
চলাফেরার স্বাধীনতা (ক্যাম্পে)	*কুলামেলা গরি সলিফিরি ফারন কেমফত*
চলাফেরার স্বাধীনতা (অন্য দেশে)	*কুলামেলা গরি সলিফিরি ফারন ওইন্নো দেশোত*

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'যা জানা জরুরি' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।